গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প

শের-ই-বাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রচার পত্র

সূচনা :

- ২৫শে আগষ্ট, ২০১৭ তারিখ থেকে শুরু হওয়া মায়ানমার রাখাইন রাজ্যে চলমান চরম সহিংসতা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের আনুমানিক ৭২০,০০০ মানুষকে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। এই গণপ্রস্থানের ফলে রোহিঙ্গা জনসংখ্যা মোট দাঁড়িয়েছে ৯১৯,০০০ যা পৃথিবীর দ্রুতগতিতে বর্তমান জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির সংকটগুলির মধ্যে অন্যতম।
- বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগকালীন ঝুঁকি লাঘব ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় **জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)** গ্রহণ করা হয়েছে।
- উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৩ টি সাইক্লোন সেল্টার, ৩০ টি বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার, ২০৩.৫ কি.মি. রাস্তা, ৩৪৫ মিটার ব্রিজ, ৩৭৫ মিটার কালভার্ট, ২০০০মিটার ড্রেন, ১৫০০ টি সোলার লাইট এবং ৬ টি হাট-বাজার ইত্যাদির উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের অধীন জমি অধিগ্রহণের কোন সুযোগ নাই। কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় জমি দান করতে চায় তবে প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী তা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো জোরপুর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক ও অত্র এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে আরও বেশী সুরক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে,

- প্রাকৃতিক দুর্যোগের দুর্বলতা হ্রাস করা;
- সামাজিক বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতি করা;
- পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা উন্নত করা;
- দূর্ঘটনাক্রমে আগুনের ঝুঁকি হ্রাস করা;
- উন্নত শিক্ষাগত সুবিধা প্রদান;
- বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ পরিসেবাগুলি শক্তিশালীকরণ;
- **অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া :**

প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যে কোন অভিযোগ বা পরামর্শ দ্রুত এবং বাধাহীন ভাবে জানাতে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা এবং তা বিবেচনা ও নিরসনের লক্ষ্যে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির পরামর্শ ও অভিযোগ যথাযথভাবে গ্রহণ করে তা বিচার-বিশ্লেষণ শেষে সংশোধন ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থার আওতায় জি আর সি গঠন করা হয়েছে।

অভিযোগ দাখিল ও পরামর্শ পদ্ধতি:

প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকার যে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিম্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের অভিযোগ, আপত্তি বা পরামর্শ সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের জি আর সিতে তদন্ত ও নিস্পত্তির জন্য পেশ করতে পারবেন যা উভয় জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য হবে:

- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অভিযোগ বা পরামর্শ লিখিত আকারে জি আর সি বরাবর জমা দেওয়া যাবে। এ ছাড়া অভিযোগ বা পরামর্শ উপজেলায় রক্ষিত অভিযোগ বক্সে বা জি আর সি বক্সে ফেলা যাবে। এ ছাড়া ই-মেইল, কুরিয়ার এবং ডাকযোগে অভিযোগ পাঠানো যাবে। তা ছাড়া কেউ সরাসরি স্থানীয় এলজিইডি অফিসে এসে অভিযোগ করলে এলজিইডি তাকে অভিযোগ লিখতে সহায়তা করবে।
- সরাসরি লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পের অভিযোগ সম্পর্কিত স্বোচ্ছাসেবীদের নিকট কিংবা সংশ্লিষ্ট জিআরসি সদস্য সচিবের অফিসে রক্ষিত অভিযোগ বইয়ে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা যাবে, তবে তা সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও প্রকল্প সংক্রান্ত হতে হবে। ই-

মেইল, কুরিয়ার বা ডাকযোগে পাঠানো অভিযোগসমূহ উল্লেখিত লেজার বই এ লেখা হবে। সদস্য সচিবের অফিসে রক্ষিত অভিযোগ বইয়ে সমস্ত অভিযোগ সংরক্ষিত থাকবে। যে কোন অভিযোগকারীর নাম,অভিযোগ, ঠিকানা ও তারিখ ইত্যাদি লিখিত থাকতে হবে অথবা অভিযোগ দাখিল ও নিরসন ফরম পূরণ করতে হবে।

কি কি বিষয় জি আর সিতে পেশ করা যাবে:

অভিযোগ নিরসন কমিটিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত বিয়য়ে অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে:

- প্রকল্পের কারণে কোন ব্যক্তি যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় কিন্তু জরিপে আসে নাই তবে তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকায় গঠিত জি আর সিতে অভিযোগ করতে পারবেন;
- প্রকল্পের কারণে যদি কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে তিনি সংশ্লিষ্ট সমাজ প্রতিনিধিগণ এলাকায় গঠিত জি আর সিতে অভিযোগ করতে পারবেন;
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহৃত জমিদানকারী /সুবিধাভোগী যেমন-সামাজিক বনায়ন কাজে ব্যবহৃত আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ব্যবহৃত জমির ব্যাপারে কোন প্রকার আপত্তি থাকলে তা নিরসন;
- প্রকল্পের কারনে যদি কোন উপজাতি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং যা জরিপে আসে নাই তা হলে তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকায় গঠিত জি আর সিতে অভিযোগ করতে পারবেন;
- প্রকল্পের অধীন রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় ও ক্যাম্পের বাইরে প্রকল্প কর্তৃক অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত জি আর সিতে লিখিত আকারে আভিযোগ করা যাবে;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নির্মান এলাকায় ঠিকাদার কর্তৃক স্থানীয় বসবাসকারী যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্থ কোন নারী বা পুরুষ বা বা তার পরিবারের যে কেউ সরাসরি তার এলাকায় গঠিত জি আর সিতে অভিযোগ করতে পারবে, তা ছাড়া উক্ত নারী বা পুরুষ তার পছন্দীয় স্থানে অভিযোগ করতে পারবেন যা পরবর্তীতে জি আর সিতে লিপিবদ্ধ করা হবে;
- নির্মান কাজে নিয়োজিত কোন শ্রমিক বা কর্মী কর্তৃক স্থানীয় কোন নারী বা পুরুষ যদি নিগৃহীত হয় তবে উক্ত নারী বা পুরুষ বা তার পরিবারের যে কেউ সংশ্লিষ্ট এলাকায় গঠিত জি আর সি ছাড়াও তার পছন্দনীয় স্থানে অভিযোগ করতে পারবেন যা জি আর সিতে লিপিবদ্ধ করা হবে;
- কোন নির্মাণ ঠিকাদার যদি জোরপূর্বক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর কোন মালামাল রাখেন, তবে তিনি ঠিকাদারের নিকট ভাড়ার টাকা বা ক্ষতিপূরণদাবী করতে পারবেন। ঠিকাদার এ ক্ষেত্রে রাজী না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জি আর সিতে অভিযোগ করতে পারবেন;
- নির্মান ঠিকাদার কর্তৃক স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কোন কাজ পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কমিউনিটি জি আর সিতে অভিযোগ করতে পারবেন।
- সামাজিক, পরিবেশ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়েও অভিযোগ করা যাবে;
- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ে অভিযোগ করা যাবে ;

তবে আদালতে বিচারাধীন বা আদালতের একতিয়াধীন বিষয়ে জি আর সিতে অভিযোগ করা যাবে না।

অভিযোগ দাখিলের ঠিকানা:		
উপজেলা প্রকৌশলী স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা টেলিফোন: ০১৭০৮১৬১২৭৯ (উখিয়া) ই-মেইল: ue-ukhiya@lged.gov.bd মোবাইল: ০১৭০৮১৬১২৭৮ (টেকনাফ) ই-মেইল: ue.teknaf@lged.gov.bd	নির্বাহী প্রকৌশলী স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কক্সবাজার মোবাইল: ০১৭০৮৭২৩১৯১ টেলিফোন: ০৩৪১-৬২৪৬৩ ই-মেইল: xen.coxbazar@lged.gov.bd	**প্রকল্প পরিচালক** জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা টেলিফোন: ০২-৮১৪৩৩৩৪ ই-মেইল: pdlged.emcrp&gmail.com

জিআরসি সম্পর্কে অধিকতর তথ্য জানতে নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করা যাবে।

প্রকল্প পরিচালক
জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর,
এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭